গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউট
আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ
www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০৩৬.০০০.৯৯.০১৩.২২.৫৫৬

তারিখ: ২০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **রোপা আমন মওসুমে ধানের পোকা দমনে করণীয় প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চলতি রোপা আমন মওসুমে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ধানের জমিতে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং মাজরা পোকার আক্রমনের আশঙ্খাও রয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পোকা দমনে করণীয় প্রসঙ্গে একটি সতর্ক বার্তা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সতর্ক বার্তাটি উপজেলা পর্যায়ে পৌছানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

০৫-১০-২০২৩
ড. মোঃ মামুনুর রশীদ
পিএসও এবং প্রধান

অতিরিক্ত পরিচালক , অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চল, সিলেট।

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০৩৬.০০০.৯৯.০১৩.২২.৫৫৬/১ (১৩)

তারিখ: ২০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপপরিচালক , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপপরিচালক এর কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট;
২। উপপরিচালক , উপপরিচালকের কার্যালয়, উপপরিচালক এর কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ;
৩। উপপরিচালক , উপপরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালক এর কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার;
৪। উপপরিচালক , উপপরিচালকের দপ্তর, উপপরিচালক এর কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ;
৫। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী (সিএএসআর), গবেষণা উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
৬। চিফ সাইন্টিফিক অফিসার, কীটতত্ত্ব , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
৭। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
৮। ব্যক্তিগত সহকারী , গবেষণা উইং , বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট;
৯। পিএসও এবং প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয় এর দপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ;
১০। এসএসও, আঞ্চলিক কার্যালয় এর দপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ;
১১। এসও, আঞ্চলিক কার্যালয় এর দপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ;
১২। এসও, আঞ্চলিক কার্যালয় এর দপ্তর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, হবিগঞ্জ এবং

[illegible] কুরে কুরে খায় (চিত্র-১)। তারপর আস্তে আস্তে মুখের লালা দিয়ে পাতাকে লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে নলাকার করে ফেলে এবং মোড়ানো পাতার মধ্যে থেকে পাতার সবুজ অংশ কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। এ পোকার ক্ষতিগ্রস্থ পাতায় প্রথমদিকে সাদা লম্বা খাওয়ার দাগ দেখা যায় (চিত্র-২)। খুব বেশী ক্ষতি করলে পাতাগুলো পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়।

চিত্র ১: পোকার কীড়া

চিত্র ২: পাতা মোড়ানো পোকা

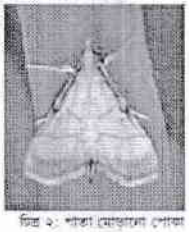

চিত্র ৩: পোকার ক্ষতির নমুনা

এই পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পার্চিং করুন।
- ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করুন।
- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে নিম্নলিখিত তালিকার যেকোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ এসপি	১.৭ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডারসবান ২০ ইসি	১.০ লিটার
আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি	১.১২ কেজি

কালবৈশাখী ঝড়, বৃষ্টি ও তৎপরবর্তী ধানের পোকামাকড় দমনে করণীয়

বর্তমানে সারাদেশে ধান গাছ সর্ব্বোচ্চ কুশি ও থোড় অবস্থায় রয়েছে। কালবৈশাখী ঝড়, বৃষ্টি ও পরবর্তী অবস্থায় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধানে মাজরা পোকা, বাদামি গাছফড়িং, পাতামোড়ানো পোকা ও গান্ধি পোকার প্রাদুর্ভাব বাড়তে পারে। ধানের জমিতে নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজন মাফিক নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাজরা পোকা: মাজরা পোকার কীড়া ধান গাছের ক্ষতি করে থাকে।

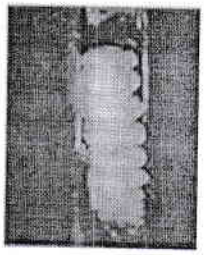

চিত্র ১: কীড়া

চিত্র ২: পূর্ণবয়স্ক

চিত্র ৩: মরা ডিগ

চিত্র ৪: সাদা শীষ

এ পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন।
- ক্ষেতে ডাল-পালা পুঁতে দিয়ে পোকা খেকো পাখির সাহায্যে পোকার সংখ্যা কমানো যায়।
- সন্ধ্যার সময় আলোক ফাঁদের সাহায্যে মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলুন।
- ক্ষেতে মরা ডিগ শতকরা ১০-১৫ ভাগ অথবা মরা শীষ শতকরা ৫ ভাগ পাওয়া গেলে নিম্নলিখিত তালিকার যেকোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক যেমন- মাইনেকটো এক্সট্রা ৪০এসসি, ভায়েগো ২০ এসসি, ভায়েগো সুপার্ব ১ জিআর, বেল্টএক্সপার্ট ৪৮এসপি, বাতির ৯৫এসপি, সানটাপ ৫০এসপি, ডার্সবান ২০ ইসি, মার্শাল ২০ ইসি, ভির্তাকো ৪০ ডব্লিউজি সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

বাদামি গাছফড়িং: বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছ ফড়িং উভয়ই ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায়।

চিত্র ১: বাদামি গাছফড়িং

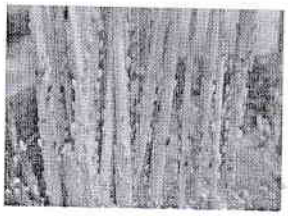

চিত্র ২: ধানে বাদামি গাছফড়িং

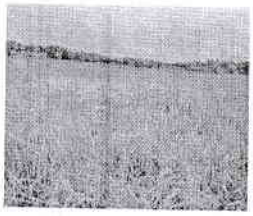

চিত্র ৩: আক্রান্ত জমি

এ পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন
- জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- পোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বার প্রান্তে পৌঁছলে অর্থাৎ চারটি ডিমওয়ালা পেট মোটা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা গাছফড়িং বা উভয়ই দেখা গেলে নিম্নের যেকোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক যেমন-বায়ো-চমক, রাস ৪৫ এসসি, নিমাজল ১.২ ইসি, প্লিনাম ৫০ ডব্লিউজি, একতারা ২৫ ডব্লিউজি, মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি, এডমায়ার ২০ এসএল, সানমেক্টিন ১.৮ ইসি, এসাটাফ ৭৫ এসপি, প্লাটিনাম ২০ এসপি, মার্শাল ২০ ইসি, সানটাপ ৫০ এসপি সঠিক মাত্রায় গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করুন।

পাতামোড়ানো পোকা: ডিম থেকে ফোটার পর কীড়াগুলো মুখের লালা দিয়ে পাতাকে লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে নলাকার করে ফেলে এবং মোড়ানো পাতার মধ্যে থেকে পাতার সবুজ অংশ কুরে কুরে খেয়ে ফেলে।

চিত্র ১: পোকার কীড়া

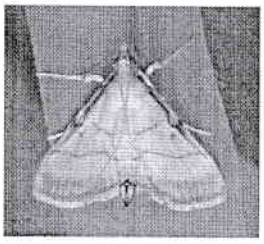

চিত্র ২: পাতামোড়ানো পোকা

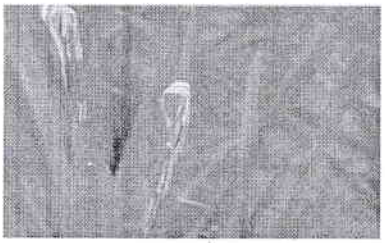

চিত্র ৩: ক্ষতির নমুনা

এই পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পার্চিং করুন।
- ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করুন।
- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিম্নের যেকোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক যেমন-সাকসেস ২.৫ এসসি, এনট্রাস্ট ৪৫ এসসি, সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি, ডার্সবান ২০ ইসি, মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

গান্ধি পোকা: গান্ধি পোকা ধানের দানা আক্রমণ করে। বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ই ধান গাছের দানা থেকে রস শুষে খায়। ধানের দানায় যখন দুধ সৃষ্টি হয় তখন ক্ষতি করলে ধান চিটা হয়ে যায়।

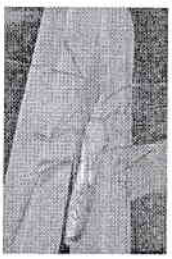

চিত্র ১: পূর্ণবয়স্ক গান্ধি-পোকা

চিত্র ২: আক্রান্ত ধান

এ পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- গড়ে প্রতি ২-৩টি গোছায় একটি গান্ধি পোকা দেখা গেলে নিম্নের যেকোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক যেমন-ডার্সবান ২০ ইসি, মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি, সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি, ফাইফানন ৫৭ ইসি সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- কীটনাশক বিকেল বেলায় প্রয়োগ করতে হবে এবং বৃষ্টির সময় কীটনাশক প্রয়োগে বিরত থাকুন।

কীটতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫০১১৩৫১, ০১৭৩১৩৮৬১১৩, ০১৭১২২১৫৪৮৯, ই-মেইল: shamitulent@gmail.com